রথীন মজুমদার
প্রযোজিত

আশীর্বাদ

রঙীন

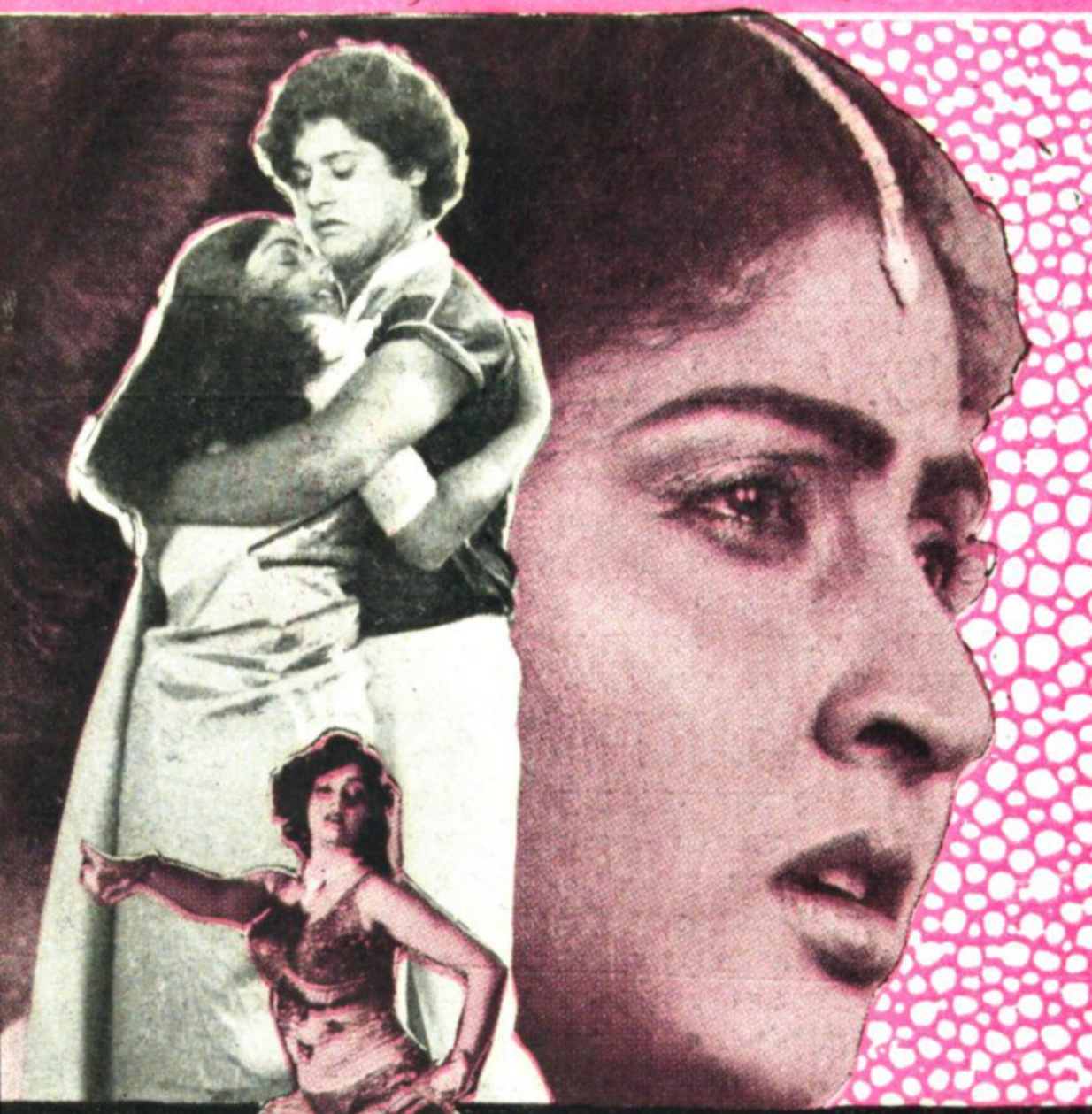

পরিচালনা
বীরেশ চট্টোপাধ্যায়
সংগীত • হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

আশা পিকচার্স নিবেদিত-পরিবেশিত

রথীন মজুমদার প্রযোজিত

আশা পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন

পরিচালনা
বীরেশ চট্টোপাধ্যায়

আশীর্বাদ

সংগীত
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

কাহিনী ঃ কল্লোল সেনগুপ্ত ।। চিত্রনাট্য ও সংলাপ ।। বীরেশ চট্টোপাধ্যায় ও অনিমেষ রায়চৌধুরী ।। গীত রচনা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ।। নেপথ্য কণ্ঠে ঃ অরুন্ধতী হোমচৌধুরী, শিবাজী চ্যাটার্জী, বনশ্রী সেনগুপ্ত ও রাণু মুখার্জী ।। চিত্রগ্রহ ঃ শক্তি ব্যানার্জী ।। সম্পাদনা ঃ বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ।। কর্মাধ্যক্ষ ঃ রবীন মুখার্জী ।। শিল্প নির্দেশনা ঃ কার্তিক বসু । নৃত্য পরিকল্পনা ঃ তনুশ্রীশঙ্কর ।। প্রচার পরিকল্পনা ঃ শ্রী পঞ্চানন ঃ। পোশাক-পরিচ্ছদ ঃ কানাই দাস, শিবু দাস ।। কেশ বিন্যাস ঃ অসিত দাস, সাবিত্রী নাইডু ।। রূপ সজ্জা ঃ গৌর দাস । স্থির চিত্র ঃ স্টুডিও বলাকা ।। পরিচয় পত্র লিখন ঃ দিগেন স্টুডিও । শব্দ গ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা ঃ দুর্গাদাস মিত্র ।। ব্যবস্থাপনা ঃ সুরেন দাস, সতু ধরচৌধুরী ।। প্রধান সহকারী পরিচালক ঃ রত্না চক্রবর্তী, সহকারী বৃন্দঃ পরিচালনায় ঃ সুপ্রিয় সিন্‌হা, সুজিত চক্রবর্তী ।। সংগীত পরিচালনায় ঃ অমল মুখার্জী, সমরেশ রায় ও সমীর শীল ।। চিত্র গ্রহণে ঃ দেবেন দে, অরুণ দে ।। সম্পাদনায় ঃ স্বপন গুহ ।। শিল্প নির্দেশনায় ঃ রবি দত্ত ।। শব্দ গ্রহণে ঃ প্রভাত বর্মণ, অরবিন্দ সেন, সিদ্ধার্থ দাশ, শ্রীদীপ চ্যাটার্জী ।। শব্দ পুনর্যোজনায় ঃ ভোলানাথ সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ ।। রূপসজ্জায় ঃ বিমল মুখার্জী ।। আলোক সম্পাতে ঃ মাষ্টার দা , দুখী, ব্রজেন, অনিল, ধনু, মঙ্গল, জহর, গোবিন্দ, তুলসী (বড়), অমূল্য, অভিমন্যু, তুলসী (ছোট) ও রথী (সেটিং)

প্রচারে ঃ কল্যানী দত্ত, কাবেরী দত্ত, কৃষ্ণা দত্ত ।। প্রচার অঙ্কন ঃ এস স্কোয়ার, শিশির কর্মকার, গৌতম বরাট, নিমাই পোয়ালী, সিলকো প্রিণ্ট, কে, কুন্ডু ব্রাদার্স ।।

রূপায়ণে ঃ **মহুয়া রায়চৌধুরী ও তাপস পাল**

অনিল চাটার্জী ।। দিলীপ রায় । অনুপকুমার ।। শুভেন্দু চ্যাটার্জী ।। সৌমিত্র ব্যানার্জী ।। সতীন্দ্র ভট্টাচার্য ।। অরুণ মুখার্জী ।। চঞ্চল মুখার্জী ।। মৃণাল ঘোষ ।। জীবন গুহ ।। স্বপন সেনগুপ্ত ।। শকুন্তলা বড়ুয়া ।। গোপা আইচ ।। সুস্মিতা মুখার্জী । কুমকুম ভট্টাচার্য (অতিথি) ।। শ্রেয়া মজুমদার । মনিকা মিশ্র ও জয়শ্রী টি (বোম্বে) । রবীন মুখার্জী । অর্ধেন্দু নাগ । গৌতম ব্যানার্জী । স্বপন দাস ।। সুনীল, কেষ্ট, অসিত এবং সমীর বসু এ্যান্ড পার্টি ও মাঃ শুভময় ।।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ সর্বশ্রী অজিত পাঁজা (কেন্দ্রীয় মন্ত্রী), বিজয় রায় (সাংবাদিক), রথীন ভট্টাচার্য, বাদল চৌধুরী, অনুপ গুপ্ত, সুতনু চ্যাটার্জী, প্রণব মুখার্জী, এন. বি. রুদ্র, মনন রায়, শ্যামসুন্দর কাবরা (কাবরা ব্রাদার্স), কালো সাইগল (অর্ডন্যান্স ক্লাব), নারায়ণ পাল (কালিম্পং), ধীরেন পাল (কালিম্পং), নিশীথ চক্রবর্তী, তপন ব্যানার্জী (ওমর হোটেল এ্যান্ড রিসার্চ), শ্রীমতী ডলি মজুমদার, অনুরাধা মুখার্জী, ডলি চক্রবর্তী, অনামিকা সাহা এবং বৈশাখী মজুমদার এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্ট, ডেভলপমেন্টে কর্পোরেশন লিঃ,

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ আশা পিকচার্স

১৩ ক্রুকেড লেন, কলিকাতা-৬৯ ফোন ঃ ২৩৮২০১ / ২৩৪১৮৫

কাহিনী

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী ব্রজলাল দত্ত তার ব্যবসার সং অংশীদার বৈদ্যনাথ মুখার্জীর সম্পত্তি আত্মস্মাৎ করবার মতলবে ছিল ; এবং সেই সুযোগের সন্ধানে একদিন সে নির্মমভাবে হত্যা করল বৈদ্যনাথ বাবু এবং তার একমাত্র শিশুপুত্র আশীষকে।

দীর্ঘ বিশটি বসন্ত ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। দুষ্টবুদ্ধি ব্রজলাল এবার আর এক নতুন ফন্দি আঁটতে উদ্যোগী হল। শহরের স্বনামধন্য বিজনেস ম্যাগনেট যোগীন্দর কাপুরের একমাত্র পুত্র সঞ্জীবের সঙ্গে নিজের একমাত্র মেয়ে অনসুয়ার বিয়ে দেবার চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগে গেল। অথচ অনসুয়া ভালবাসত আশীষকে যাকে মৃত্যুর মুখ থেকে একদা বাঁচিয়ে তুলে নিজের সন্তানের মত মানুষ করে তুলেছিলেন এক মহৎপ্রাণ ডাক্তার।

অনসুয়া আশীষের প্রতি অনুরক্তা—তা জানতে পেরেই পেশাদার এক খুনীকে ব্রজলাল নিয়োগ করল আশীষকে খুন করার জন্য। তারপর নিজের এবং কাপুর পরিবারের সবাইকে নিয়ে চলে গেল কালিংপঙ-এ। উদ্দেশ্য মেয়ের সঙ্গে সঞ্জীবের বিয়েটা চুকিয়ে ফেলা।

অথচ বিবাহের দিন স্থিরের বিশেষ মুহূর্তে অনসুয়ার কানে এল তার প্রেমিক আশীষের উপস্থিতির সংবাদ। এবং তা পাওয়া মাত্রই সে তার সন্ধানে ছুটে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

অদ্ভুত এই ঘটনায় যোগীন্দর কর্তৃক যথেচ্ছভাবে অপমানিত হলো কুট ব্রজলাল। নিরুপায়, লাঞ্ছিত ব্রজলাল এবার কি করবে? প্রতিহিংসায় আশীষের প্রতি সেকি রূঢ় হবে, নাকি একমাত্র মেয়ের সন্ধানে হবে তৎপর ?

আশীষ এবং অনসুয়ার শেষ পরিনতি বা কি হল? ভাগ্যের প্রসন্নতায় তারা কি সুখের নীড় রচনা করতে পারল শেষ পর্যন্ত কিংবা নির্মম ব্রজলালের রোষবহ্নিতে হ'ল দগ্ধ ?

এর উত্তর পেতে হলে দেখুন সর্বজন আশীর্বাদধন্য—'আশীর্বাদ'

(১)

কথা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর ঃ হেমন্ত মুখার্জী
কন্ঠ ঃ অরুন্ধতী হোমচৌধুরী

কিঙ্কিনী কিনি কিনি
রিনি ঝিনি রিনি ঝিনি
বাজে নূপুরের ছন্দ
দুলে দুলে এই
খুলে খুলে যায়
সুর ঝরা বাজুবন্ধ।

লবঙ্গ লতা লতা অঙ্গে
তরঙ্গ তোলে তটিনী
উজল রস রঙ্গে
আমি কলাবতী নটিনী
আমি বসন্ত দখিনা
বয়ে চলে মৃদুমন্দ।

কস্তুরী মায়া হরিণী
আমি কঙ্কন কল কলনা
আমি মেনকা রম্ভা উর্বশী
নাকি মর্তের কোন ললনা
কে আমি—বলো না বলো না
বলো না—বলো না—বলো না।

(২)

কথা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর ঃ হেমন্ত মুখার্জী
কন্ঠ ঃ অরুন্ধতী হোমচৌধুরী ও
শিবাজী চ্যাটার্জী

গুণ গুণ সুরে মৌমাছি গানে ছন্দ দোলায়
বলো তো কেন ?
আমাকেই ভালবাসবে বলে
সে এক আবেশে মনটাকে ফুল
গন্ধে ভোলায়
বলো তো কেন ?
আমার কাছেই আসবে ব'লে।

কার হাসি নিয়ে সোনালী ও রোদ
মমতা মাখা।
তোমার।
কাকে ভেবে মন রঙে রঙে হয়
ময়ূর পাখা।
তোমার।
নীল নীল ঐ আকাশটা চোখে
স্বপ্ন বোলায়।
বলো তো কেন ?
পাখী হয়ে তুমি ভাসবে ব'লে।

(৩)

কথা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর ঃ হেমন্ত মুখার্জী
কন্ঠ ঃ রাণু মুখার্জী

ফুলের গন্ধের মত তোমায়
ভরিয়ে আমি রাখবো
গাছের লতার মতো তোমায়
জড়িয়ে আমি থাকবো।
আমি আছি।
শুধু তোমারই তো আছি।
চোখে যদি নাই পাও খুঁজে
আছি তবু নিও তুমি বুঝে
আকাশের তারা জ্বেলে
আঁধার সরিয়ে আমি রাখবো
কি ক'রে বলো ভুলে যাবে
স্মৃতিতে আমায় খুঁজে পাবে
ফুটিয়ে তোমার ফুলের হাসি
বাতাস হয়ে যে ছুঁয়ে আসি
তোমারই আসার পথে
বকুল ঝরিয়ে আমি রাখবো।

(৪)

কথা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর ঃ হেমন্ত মুখার্জী
কন্ঠ ঃ বনশ্রী সেনগুপ্ত

রূপোসী রূপোলী এ রাত
জীপসী নাচে গানে মাত্
কখন কি যেন হয়
নিঝুম ঘুম থমথম্
করে যে গা ছমছম
কেমন যেন ভয় ভয়।
চোখের বাঁকা পলকে
খুনের ছুরি ঝলকে
আড়ালে আছো বলো কে
এ বুকে ঝড় শুধু বয়
কেমন যেন ভয় ভয়
সাবধান ! সাবধান !
ঝিমোয় রাত নেশাতে
জানি না আছে কে সাথে
ভুলেও কারো মনে মন
চেয়ো না যেন মেশাতে
মায়াবী খুশী খেয়ালী
তামাসা হলো দেয়ালী
প্রেম যে বড় হেঁয়ালী
ভেলকি ছাড়া কিছু নয়
কেমন যেন ভয় ভয়
সাবধান। সাবধান। সাবধান !

এইচ, এম, ভি, রেকর্ড ও ক্যাসেটে
এ ছবির গানগুলি শুনুন

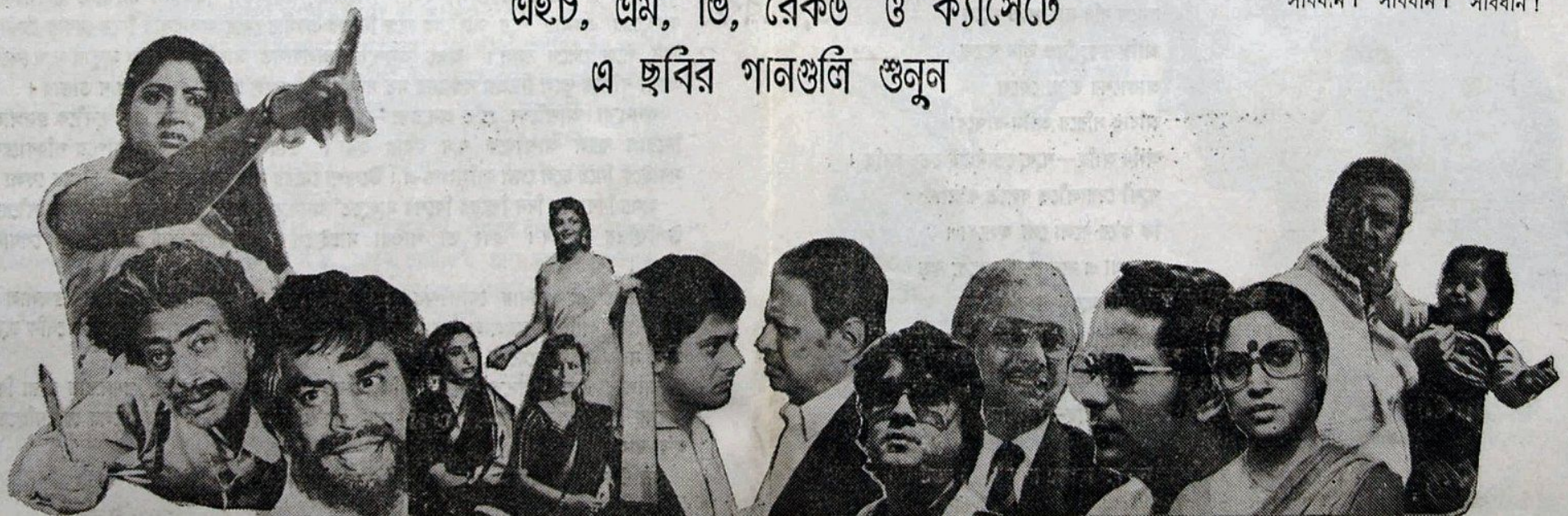

কথা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর ঃ হেমন্ত মুখার্জী
কন্ঠ ঃ অরুন্ধুতী হোমচৌধুরী

বাইরে না হয় ঝড়ের হাওয়া চলুক
তবু ভেতরে আমার আঁচলের তলে
প্রেমের প্রদীপ জ্বলুক।
আমি চাই না পেতে ফুলদানীর ঐ
লাল গোলাপের হাসি
পাঁকে ফুটে ওঠা পদ্মকে যেন
চিরদিনই ভালবাসি।
সুখ ভুলে নয়, চোখের ঝিনুকে
অশ্রুমুকুতা ঝলুক।
শুধু প্রেমের প্রদীপ জ্বলুক।
আমি চাই না ভরাতে এ মন আমার
খাঁচার পাখীর গানে
সেই গান চায়, যার সুর শুধু
ভালবাস্য দিতে জানে।
এ মুখ যদি বা মূক হয়ে যায়
দুটি চোখ কথা বলুক।
শুধু প্রেমের প্রদীপ জ্বলুক।

কথা ঃ গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
সুর ঃ হেমন্ত মুখার্জী
কন্ঠ ঃ অরুন্ধুতী হোমচৌধুরী

তোমরা আমায় হাসতে বলছো—হাসছি।
ফুলেরই গন্ধ লুটিয়ে নিয়ে আমি—
হাল্কা হাওয়ায় ভাসছি।
আমি ঝর্ণার মত খিলখিল ক'রে হাসছি।
রোদের মতই ঝিল্মিল ক'রে হাসছি।
আমি হাসছি—আমি হাসছি—আমি
আমি হাসছি।
কিন্তু—
ফুলের গন্ধের মত তোমায়
ভরিয়ে আমি রাখবো
গাছের লতার মতো তোমায়
জড়িয়ে আমি থাকবো
আমি আছি—শুধু তোমারই তো আছি।
ভাঙ্গা সেতারকে বাজতে ব'লছো
কি ক'রো বলো সে বাজবে
কালো মেঘে ঢাকা নীল রঙে বলো
আকাশ কি ক'রে সাজবে।
চোখে যদি নাই পাও খুঁজে
আছি তবু নিও তুমি বুঝে
আকাশের তারা জ্বেলে
আঁধার সরিয়ে আমি রাখবো
আমি আছি—শুধু তোমারই তো আছি।
খুশী দেয়ালীতে বলতে ব'লছো
কি ক'রে বলো গো জ্বলবো।
যে কথা এ মনে তোলে শুধু ঝড়
কি করে মুখে তা ব'লবো।
আমি ফাগুণ বাহারে ঝলমল করে দুলছি
সরসীর ঢেউয়ে টলমল করে দুলছি।
আমি হাসছি—আমি হাসছি॥···

"আশীর্বাদ" ছবিতেই মহুয়া তাঁর শিল্পী
জীবনের সর্বশেষ সংলাপ বলে গেছেন-
"আমি ভাল নেই আশীষ....."

আশা পিকচার্সের তৃতীয় নিবেদন

রথীন মজুমদার প্রযোজিত

মন যায় যমুনায়

কাহিনীঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

পরিচালনা ঃ বীরেশ চট্টোপাধ্যায়

বোম্বে ও বাংলার বিশিষ্ট শিল্পী সমন্বয়ে নির্মীয়মান।

আশা পিকচার্সের প্রচার ও জনসংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।
মুদ্রন ঃ প্রেস লিংক, ২, আব্দুল হালিম লেন। কলিকাতা—১৬
* পরিকল্পনা, গ্রন্থনা, সম্পাদনা ঃ শ্রীপঞ্চানন *